2021-22 (Sl. No. 8)

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list-I 2021) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২১সালে প্রকাশিত ১৩পৃ. তালিকার (৩১৭টির মধ্যে) ও পৃ.৩০নং উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তমবর্ষ, ১৪০ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০২১

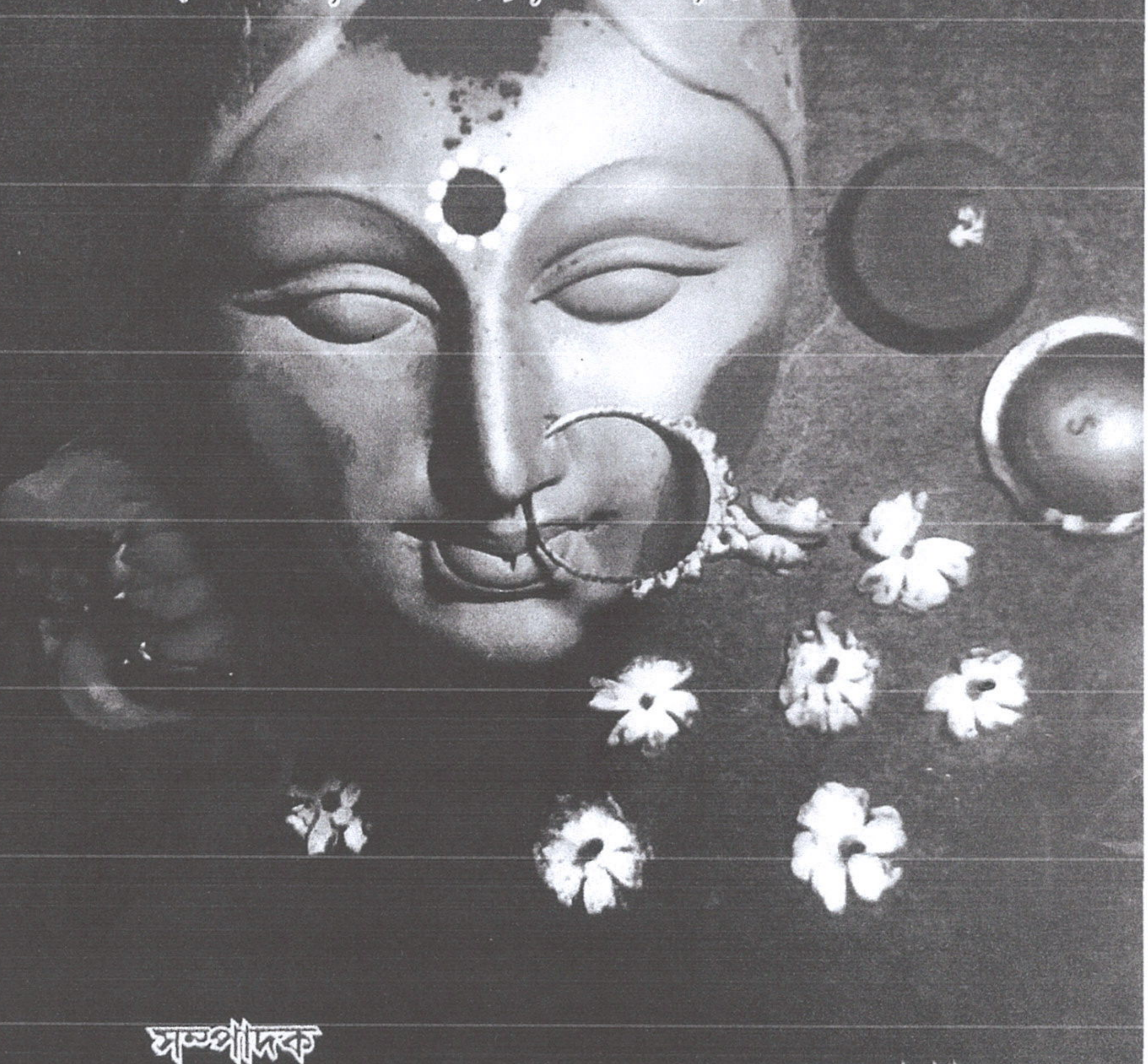

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া'-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ(UGC-CARE list-I 2021)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২১সালে প্রকাশিত ১৬পৃ.তালিকার(৩১৯টির মধ্যে) ৩ পৃ.৬০নং উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩তম বর্ষ, ১৪০ সংখ্যা
অক্টোবর,২০২১

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

U.G.C.- CARE List-I 2021 approved journal, Indian Language-Arts and Humanities Group, out of 16 pages placed in Page 3 & No.60 out of 319

EBONG MOHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with Peer-Review Journal

23th Year, 140 Volume

Oct, 2021

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Editorial Co-ordinator

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

১৫.ঔপনিবেশিক বাংলায় কুষ্ঠরোগ : প্রসঙ্গ বাঁকুড়া
:: সুকান্ত মজুমদার..১২১
১৬.পৌন্ড্রক্ষত্রিয় জাতির আর্থসামাজিক ইতিহাস
:: স্বপন সরকার..১২৭
১৭.বাঁকুড়ার বিলুপ্তপ্রায় লোকয়ত বসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা
:: জয়ন্ত মণ্ডল..১৩৫
১৮.আম্বেদকারের সামাজিক ন্যায় ও রাজনৈতিক ভাবনা
:: জয়দেব নায়েক..১৪১
১৯.সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে সময়
:: জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য মল্লিক..১৪৮
২০.ছিন্নপত্রাবলী-র রবীন্দ্রনাথ ও কবি মণীন্দ্র গুপ্ত
:: মধুপর্ণা মুখার্জি..১৫৫
২১.মানবাধিকার ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ঃ সমাজে নারীর অবস্থান ও
সামাজিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা :: প্রণব কির্তুনিয়া..................১৬৩
২২.প্রান্তিক মানুষের জীবনাদর্শ প্রসঙ্গ 'মাটির মৃদঙ্গ'
:: প্রণব কুমার মাইতি..১৭০
২৩.হ য ব র ল : সুকুমারের স্বতন্ত্র জগৎ
:: সঞ্চিতা চক্রবর্তী..১৭৫
২৪.গান্ধীত্তোর পরিবেশ ভাবনায় কুমারাপ্পা ও মীরা বেহন
:: স্বস্তিকা বিশ্বাস..১৮১
২৫.স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ধর্ম ও মানবতা : একটি সমীক্ষা
:: সুদীপ পাল..১৮৯
২৬.জেমস সিল্ক বাকিংহাম : উনবিংশ শতকের ভারতে
নৈতিকতার সাংবাদিকতা :: তুষার কান্তি সাহা........................১৯৩
২৭.স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত বাঙালির অন্তঃসারশূন্যতা
:: বিজয় কুমার স্বর্ণকার..২০১
২৮.'টাপুর টুপুর' নাটক না-চরিত্রদের কথা
:: মৌ চক্রবর্তী..২১০
২৯.উপেক্ষিত বাউরী জাতি : ফিরে দেখা (১৯৪৭-২০০১)
:: নির্মল প্রধান..২২০
৩০.অনন্ত অপেক্ষা : বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নারীস্বর
:: সিদ্ধার্থ খাঁড়া..২২৬
৩১.বাউল ও তার সাংস্কৃতিক অভিযোজন
:: সেখ আসাদ আলি..২৩২

ছিন্নপত্রাবলী-র রবীন্দ্রনাথ ও কবি মণীন্দ্র গুপ্ত

মধুপর্ণা মুখার্জি

মণীন্দ্র গুপ্ত (১৯২৬-২০১৮) প্রচারবিমুখ। মূলত লিটল ম্যাগাজিনের লেখক। দীর্ঘজীবনের পটে গভীর মননলব্ধ তাঁর সৃজন। নিজস্ব অর্জনে সাহিত্যের ভেতরমহলে তিনি একক। তিনিই রাজা। সৃষ্টিই তাঁর পরিচিতি। রবীন্দ্র-সমালোচকের গণনাতীত সংখ্যায় তাঁকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। এর অন্যতম কারণ তাঁর নিজস্বতা। তিনি প্রথাসিদ্ধ রবীন্দ্র-সমালোচক নন। কিন্তু তাঁর রবীন্দ্রপাঠের স্বকীয় ভঙ্গি পাঠককে বিস্মিত করবে। সেই দৃষ্টির সঙ্গে পরিচয়ের জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। ২০১১ সালের মে মাসে 'জলস্রোত ছিন্নপত্রাবলী' প্রবন্ধটির প্রকাশ। বিষয়ের আঁতের কথা, নদীর কাছাকাছি রবীন্দ্রজীবনের সৃজন *ছিন্নপত্রাবলী*-র (রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি-গ্রন্থমালায় প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৬০) পাঠ নিতে গিয়ে থমকাতে হয়। তিনি শুরু করছেন তাঁর কিশোর বয়সের বিস্ময় দিয়ে। শুধু বিপুল তরঙ্গ নয় বৈচিত্র্যের সমাহার রবীন্দ্রনাথ। কেমন তার আস্বাদ? মণীন্দ্র ছেলেবেলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লিখছেন, 'বাড়িতে নতুন মাদুর কেনা হলে, জোড়া মাদুর নিয়ে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে নিজেকে মাদুরে ঘিরে নিয়ে নিঃশব্দে থাকা— এই ছিল খেলা। জোড়া মাদুর, মনে হত, অনন্ত লম্বা। নিজেকে ঘিরতে ঘিরতে পাই শুকনো তৃণের বন্য সুগন্ধ, একটু একটু দেখতে পাই মাদুরের গায়ের কারুকার্য, ঘেরাটোপের মধ্যে ছায়া-ছায়া ধূসরতা। রবীন্দ্র রচনাবলী পড়ার সঙ্গে আমার ওই খেলার কোথায় যেন মিল।'[১] তার মানে রবীন্দ্রনাথে এক দীর্ঘ যাত্রাপথ তিনি পেয়েছেন— 'শুকনো তৃণের বন্য সুগন্ধ'র মধ্যে ফেলে আসা দিনের অনাঘ্রাত জগতের রহস্য। 'মাদুরের গায়ের কারুকার্য যেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আঙ্গিকের নিরীক্ষা। কিন্তু 'ছায়া-ছায়া ধূসরতা' কেন? এর সন্ধানে পাতা ওলটাতে হবে মণীন্দ্র গুপ্তের জনমানুষ ও বনমানুষ-এর। ২০০৩-এ প্রকাশিত গ্রন্থটির প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছিল ১৯৯২-২০০২ এর মধ্যে। সেখানে 'বিলীন বাঁশবন ও সন্ধ্যারাতের তারা'য়, অনাস্বাদিত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ঠিকানায় পৌঁছে তিনি আবিষ্কার করেছেন একক রবীন্দ্রনাথকে। সিদ্ধান্তে এসেছেন, 'অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রবিকা-র মৃত্যুর পরে ছবি এঁকেছিলেন 'সমুখে শান্তিপারাবার'— রবীন্দ্রনাথের জীর্ণ দেহ পুরনো কাঠের নুলিয়া-নৌকার মতো অকূল সমুদ্রে ভেসে চলেছে। তাঁর বুকে তিনটি আরক্ত পায়ের ছাপ। কার পায়ের কথা ভেবে ঐ আরক্ত ছাপ এঁকেছিলেন— অবনীন্দ্রনাথ কাউকে বলে যান নি। লোকেরা বলবে, হয়তো জীবনদেবতার। কিন্তু এই বার্ধক্যে আমি ঐ পায়ের ছাপের স্বরূপ জানি— ঐ তিনটি রাতুল পায়ের ছাপ তিনটি অপমানের।'[২] মূলত সেই অপমানের বিশ্লেষণ গোটা প্রবন্ধে করেছেন মণীন্দ্র। এখানে কি ছায়ামাখা সেই কবিই ধূসরতার আশ্রয়ে ধরা দিলেন?

ছিন্নপত্রের মূল আলোচনায় ঢোকার আগে *বন-ফুল* (৯ মার্চ, ১৮৮০) আর *কবি*